কোন শিল্পরূপেরই নিখুঁত সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। বিষয় ও প্রকরণে, ভাষা-ভঙ্গী, শিল্পীর আবেগ ও মননের বৈচিত্র্যে যে-কোন শিল্পরূপ-ই একই সঙ্গে সৃজিত ও সৃজ্যমান। সৃজনশীলতার কোন সীমানা হয় না বলেই এই অনিশ্চয়তা। উপন্যাস এ-কালের সাহিত্যের সমৃদ্ধতম ও জনপ্রিয়তম শাখা। গত দু'শ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইউরোপ-আমেরিকায় তো বটেই, সারা বিশ্বে উপন্যাস-সাহিত্যের খ্যাতি ও স্বীকৃতি ঈর্ষণীয় আকাশরেখা স্পর্শ করেছে। নানা ভাষা ও নানা রকমের উপন্যাসের থেকে খুঁজে পেতে একটি সাধারণ পরিচয়পত্র রচনা করা অসম্ভব না হলেও কঠিন, এবং এ-ধরনের কোন পরিচয়পত্রেই উপন্যাসশিল্পের সর্ববিধ লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য ও জটিলতার পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলে ধরা যাবে বলে মনে হয় না।

বিশ্বজগতের সীমাহীন বিচিত্র জীবনলীলা, মানবজীবনের বহুমুখী গতিপ্রকৃতির যথাসম্ভব সমগ্র ও শিল্প-সমন্বিত রূপ চিত্রিত করাই উপন্যাসের লক্ষ্য। ছোটগল্পের পরিসর যেখানে সংক্ষিপ্ত, নাটক যেখানে মঞ্চ-প্রযোজনা ও অভিনয়-দক্ষতার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল, উপন্যাসে সেখানে রয়েছে বিস্তৃত ন্যারেটিভের পরিসর ; কোন বহির্মুখী উপকরণের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার প্রয়োজনও ঔপন্যাসিকের নেই ; তাঁর শিল্পের সংসারে তাঁর একচ্ছত্র স্বরাজ। আগেই বলেছি যে উপন্যাসের সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব, তবুও অনেকেই উপন্যাসকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। E. M. Forster তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Aspects of the Novel*-এ উপন্যাসকে একটি নির্দিষ্ট আয়তনের গদ্য-কাহিনি বলে উল্লেখ করেছেন—"A fiction in prose of a certain extent.' র‍্যালফ ফক্সের অভিমত—"The novel is not merely fictional prose, it is the prose of man's life, the first art to attempt to take the whole man and give him expression." অবশ্য এই সংজ্ঞাগুলি উপন্যাসের সামগ্রিক পরিচয় প্রদান করে না। অষ্টাদশ শতকে ইংরেজি উপন্যাসের সূচনাপর্বের অন্যতম খ্যাতকীর্তি লেখক হেনরি ফিল্ডিং তাঁর *Tom Jones* উপন্যাসে যে স্বাধীনতা দাবি করেছিলেন তার মধ্যেই উপন্যাসের সংজ্ঞা নিরূপণের অসারতার ইঙ্গিত ছিল—"As I am in reality, the founder of a new province of writing, so I am at liberty to make what laws I please therein." উপন্যাসের প্রারম্ভিক নির্মাতা হিসেবে শুধু ফিল্ডিংই এই স্বাধীনতার দাবিদার নন ; তাঁর উত্তরসুরিরা এ-বিষয়ে কিছু কম অনমনীয় ছিলেন না।

অধিকাংশ ইউরোপীয় ভাষা ও সাহিত্যে উপন্যাসকে বলা হয়ে থাকে *roman* যার উৎপত্তি মধ্যযুগের কল্পকাহিনি 'romance' থেকে। উপন্যাসের বিভিন্ন উপবিভাগও অনুরূপভাবে নামাঙ্কিত যথা, *Kunstler roman* (spy novel), *Bildungs roman* (formation-novel), *roman a these* (thesis novel), *roman feuilletion* (serialized novel) ইত্যাদি। ইংরেজিতে উপন্যাসের যে নামটি দেওয়া হয়েছে সেই *'novel'* নামটি ইতালির *novella* থেকে পাওয়া ; চতুর্দশ শতকে ইতালিতে বোকাচ্চিও-র ডেকামেরন-এর মতো বেশ কিছু গল্প সংকলন আত্মপ্রকাশ করেছিলো, অভিনবত্বের কারণে যেগুলিকে বলা হয়েছিলো 'নভেলা' যার অর্থ 'a little new thing'। অষ্টাদশ শতকের শেষে গ্যেটে সৃজনশীল গদ্য-কাহিনিকে বোঝাতে জার্মান সাহিত্যে 'নভেল' *(Novelle)* নামটি ব্যবহার করেন।

উপন্যাস জীবনের এক সুসংবদ্ধ শিল্পিত রূপ ; বলা যায় এক ধরনের মায়াদর্পণ যাতে সমাজ-মধ্যগত মানুষের জীবন বাস্তবের একটি যথাসম্ভব সামগ্রিক ছবি ফুটে ওঠে ; যা বাস্তব, অথচ কল্পনার মায়াবী বর্ণে রঞ্জিত ; যা কল্পনা বা মায়া হয়েও এক সংহত, সুগঠিত সত্য।